দৈনিক সংবাদ

26

তারিখ ... FEB 15 2000 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ন
সিলেবাসে নানা বি

অধীর চন্দ্র সরকার

বগুড়া সরকারি আযিযুল হক কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান, আমার শ্রদ্ধেয় অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক নাছিম উদ্দিন মালিথা গত ৬ই জানুয়ারি ২০০০ জাতীয় দৈনিক 'ভোরের কাগজ'-এর মুক্তচিন্তা কলামে "উচ্চ মাধ্যমিক নতুন বাংলা সিলেবাস ঃ নানা বিভ্রান্তি" শীর্ষক অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধন লিখে আমার মত কতিপয় দ্বিধাগ্রস্ত শিক্ষক, ২০০০ সালে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষার লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী এবং হাজার হাজার শঙ্কিত অভিভাবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। আগামী এপ্রিল প্রান্তিকেই সম্ভবত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নতুন সিলেবাসে প্রথম পরীক্ষা। ইতোমধ্যে দেশের সকল কলেজে অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে নির্বাচনী পরীক্ষা শেষ হয়ে ফরম পূরণের প্রস্তুতি চলছে। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর প্রথম বর্ষের সমাপনী পরীক্ষা এবং নির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে গিয়ে ইতোমধ্যে আমরা শিক্ষকরা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত "২০০০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি (প্রশ্নের ধারা ও মান বণ্টনসহ)" গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা (আবশ্যিক) ১ম ও ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র ও মান বণ্টনের যে নীতিমালা পেয়েছি তাতে নানা অসঙ্গতি ও অস্পষ্টতা লক্ষ্য করেছি। আমার আগেও অনেক বিদ্যোৎজন বিদগ্ধ শিক্ষকবৃন্দ পত্র-পত্রিকায় নানা নিবন্ধ-প্রবন্ধ লিখে, যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর দরখাস্ত পেশ করে বিষয়টির আশু সমাধান কামনা করেছেন। তবে তাতে কোন কাজ হয়েছে—এমন সংবাদ এখন পর্যন্ত পাইনি। তারপরও এদেশের একজন অতিসাধারণ মানুষ হিসেবে বিশেষত কতিপয় ছাত্রের একজন নগণ্য শিক্ষক হিসেবে আত্মজ নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে বিষয়টির পুনঃ অবতারণা করছি। বিনয়ের সাথে উত্থাপিত সমাধানগুলো কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখে বাধিত করবেন আশা করি।

১। বাংলা (আবশ্যিক) প্রথম পত্রের গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ (কবিতাংশ) থেকে দুটি করে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন লিখতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই প্রশ্ন দুটো 'ভাষাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন' নাকি বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন হবে? এ ব্যাপারে সিলেবাসের মান বণ্টন ও প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নীতিমালায় দেখা গেছে বিভ্রান্তি। মান বণ্টন অংশে উল্লেখ আছে 'ভাষভিত্তিক দুটি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (২×৫=১০)। কিন্তু প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নীতিমালা অংশে শুধু 'সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন' উল্লেখ করা হয়েছে। পরিণতিতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী উভয়কেই বিভ্রান্তিতে ভুগতে হচ্ছে।

সমাধানের ভাবনা ঃ বহুদিন ধরে প্রায় একই ধরনের সিলেবাস উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে চালু থাকার দরুন যে গতানুগতিক বিরক্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা নিরসনের জন্য নতুন সিলেবাস প্রণয়ন নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী ও যৌক্তিক পদক্ষেপ। তাছাড়া নতুন সিলেবাস প্রণয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা ভুলভ্রান্তি বা অস্পষ্টতাও অস্বাভাবিক নয়। তবে তা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কালক্ষেপণ শুধু দুর্ভাগ্যজনকই নয়, শিক্ষার্থীদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিরও কারণ। সুতরাং আর তিলার্ধকালও বিলম্বের অবকাশ না খুঁজে বিষয়গুলোর সমাধান আবশ্যক।

নতুন সিলেবাস প্রণয়নের যৌক্তিকতা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। তবুও আমার মনে হয় প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশেষত বাংলা ভাষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে উক্ত ভাষার প্রশ্নপত্রের ঐতিহ্যের দিকটাও বিবেচনায় আনা উচিত। আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা প্রশ্নপত্রে সব সময়ই বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর-এর প্রচলন ছিল। সুতরাং উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা (আবশ্যিক) ১ম পত্রের গদ্যাংশ ও কবিতাংশে ভাষাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর-এর পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন উত্তর থাকতে পারে। ভাষাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত দুটো প্রশ্নের মধ্যে একটির (৫×১=৫) উত্তর এবং বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত দুটো প্রশ্নের মধ্যে একটির (৫×১=৫) উত্তর প্রশ্নপত্রের নীতিমালায় প্রণীত হতে পারে।

২। বাংলা (আবশ্যিক) প্রথম পত্রের প্রশ্নপত্রে 'ভাষারীতির রূপান্তর' বিষয়ে একটি প্রশ্ন (৫×১=৫) লিখতে হবে। প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নীতিমালায় বলা হয়েছে- 'ভাষারীতির রূপান্তর'- এ বিকল্প প্রশ্ন দেয়া থাকবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, 'ভাষারীতির রূপান্তর' অংশে প্রশ্নের ধরনটি কেমন হবে? গতানুগতিক প্রশ্নের (যেমন- ভাষারীতির রূপান্তরের নিয়মগুলি লেখ?) অথবা সাধু ভাষা বা চলতি ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।) লিখতে হবে; নাকি সাধু ভাষার দেয়া কোন পরিচ্ছেদের অংশবিশেষ চলতি ভাষায় কিংবা চলিত ভাষার দেয়া কোন পরিচ্ছেদের অংশবিশেষ সাধু ভাষায় রূপান্তর করতে হবে? দ্বিতীয়ত প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে শুধু পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনীতে উল্লিখিত প্রশ্নের আলোকে নাকি অনুশীলনী বহির্ভূতও হতে পারবে?

সমাধানের ভাবনা ঃ নতুন সিলেবাস প্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেহেতু বলা হয়েছে, দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠান, পরীক্ষার্থীদের মুখস্থ, গাইডভিত্তিক উত্তর দানের প্রবণতা রোধ করে পরীক্ষার্থীর নিজস্ব মেধা ও অভিজ্ঞতার বিকাশ ঘটানো। সেহেতু আমি মনে করি এ বিষয়ে প্রশ্নপত্র শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনীর মধ্যে সীমিত না রেখে ভাষারীতির উপর যেকোন ধরনের প্রশ্ন পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত হলেও সন্নিবেশিত হতে পারে। এতে পরীক্ষার্থীর গাইডের উপর নির্ভরশীলতা অনেকাংশে কমানো সম্ভব হবে।

৩। প্রথম পত্রের সিলেবাসে 'প্রবাদ-প্রবচন' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনীর প্রবাদ ও প্রবচন অংশে সবই বাগধারা দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের উপায়ই বা কি হতে পারে?

সমাধানের ভাবনা ঃ মান বণ্টন অংশে 'প্রবাদ-প্রবচন' অংশটি "বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচন" শীর্ষক নামকরণ করা যেতে পারে। পূর্ববর্তী বিবেচনায় এনে পাঠ্যপু এক বা একাধিক সহায় বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত প্রবচন অংশ থেকে প্রশ্ন

৪। নতুন সিলেবাসে পত্রে নাটক (রচনামূল সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দুটি (৫× উপন্যাস বা নাটকের হয়েছে জাতীয় পাঠ্যক্র অনুমোদিত। যথাযথ কোন কিছু অবহিত হ সংস্থার মাধ্যমে জানতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে মল্লবর্মণের- 'তিতাস ওসমানের 'জননী'—এ নাটক হিসেবে (দ্বিতীয় হোসেনের 'জমিদার দ প্রান্তর', ৩. আনিস চৌ যেকোন একটি পরীক্ষ পারবে। সিলেবাস পাঠ্যকরণের ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যজনক।

সমাধানের ভাবনা শিক্ষাদান, শিক্ষা গ্রহণ, সবাই জানি। বেসরক ধরনের সমস্যা, সরকা ধরনের সমস্যা। তবে স কতিপয় ক্যাডেট কলে কঠিনই হবে। প্রসঙ্গক্রমে থানা সদরের বেসরকারি যেতে পারে। যেখানে এ ডিগ্রি কলেজের একাদ ১২০০ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি কলেজেই বাংলা বিষয়ের (জনবল কাঠামোওয়ালাদে যায় সরকারি কলেজগুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শি সরাসরি পিএসসি কর্ত আত্তীকরণকৃত শিক্ষক। বানিয়েছি; আবার কেউ-ব লোক, সরকারই আমাদে বাস্তবতা সেখানে উচ্চ ম

বশিষ্ট বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আঙ্গিনায় প্রয়োজনীয়
নিশ্চিত করিতে হইবে।

গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (ডেসা)।

লাদেশ সরকার
কৌশল অধিদপ্তর
ীর কার্যালয়
নোয়াখালী

বিজ্ঞপ্তি

৯-২০০০

৯৯৯-২০০০ অর্থবৎসরে এডিপির
য়নের জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল
ও জেলা পরিষদ, নোয়াখালীর ১ম
ত বাংলাদেশ ফরম নং-২৯১১-এর
আহ্বান করা যাইতেছে। দরপত্রসমূহ
নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তর ও নির্বাহী
দপ্তরে নগদ মূল্যে (অফেরতযোগ্য)
। আগামী ২৪-২-২০০০ ইং তারিখ
রকারীর দপ্তর, নির্বাহী প্রকৌশলী,
সক, নোয়াখালীর দপ্তরে গ্রহণ করা
র সময় উপস্থিত ঠিকাদারের সম্মুখে

প্রাক্কলিত মূল্যের ২.৫০% হারে
াফট আকারে থানা প্রকৌশলী,
ল করিতে হইবে। কর্তৃপক্ষ কোন
দরপত্র গ্রহণ কিংবা বাতিল করার

মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম
থানা প্রকৌশলী
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।